এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ১০: ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

প্রশ্ন ১। ণত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

[ঢা. '০৬, '০৯ রা. '০৪, '১১, য.. ১৭, ০০, দি. ০৯; কু. '১৪]

উত্তর : বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য (ণ) ধ্বনির ব্যবহার নেই। যে কারণে দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য (ণ)-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

যেমন : তৃণ, কৃষাণ, খণ্ড, বর্ণ ইত্যাদি।

ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম। যথা :

১। ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) সঙ্গে দন্ত্য (ন) বসে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সবসময় মূর্ধন্য (ণ) হয়।
যেমন : ঘণ্টা, লুণ্ঠন, খণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।

২। তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ-এর পরে মূর্ধন্য (ণ) হয়। যেমন : কারণ, ঋণ, কৃষাণ, মরণ ইত্যাদি।

৩। পরি, প্র, নির-এ তিনটি উপসর্গের পর ণত্ব-বিধানের নিয়ম অনুসারে দন্ত্য 'ন' ধ্বনি মূর্ধন্য (ণ) হয়।
যেমন-প্রণয়, প্রণতি, পরিণয়, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

৪। ঋ (ৃ), র (´ , ্র), ষ এর পর য়, ব, হ, ং স্বরধ্বনি এবং 'ক' ও 'প' বর্গীয় বর্ণের পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : প্রমাণ, পূর্বাহ্ণ, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি।

৫। কতগুলো শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : চাণক্য, মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ২। ষত্ব বিধান কী? ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[ঢা. ১৭, ০৭, রা. ০৩, য. ০১, চ. ১৭]*

উত্তর : যে বিধান বা নিয়মের সাহায্যে মূর্ধন্য 'ষ' ও দন্ত্য 'স' এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ষত্ব বিধান বলে। যে বিধান বা নিয়ম অনুসারে পদমধ্যস্থিত দন্ত-স মূর্ধন্য-ষ হয়, তাই ষত্ব-বিধান।

মূর্ধন্য-ণ এর মতো মূর্ধন্য-ষ এরও খাঁটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বাংলায় পরিলক্ষিত হয় না। শ, ষ, স—এই তিনটি বর্ণই বাংলায় 'শ' হিসেবেই উচ্চারিত হয় কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় শ, ষ, স- এই তিনটিরই আলাদা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তার অনুকরণে খাঁটি বাংলা শব্দ অর্থাৎ অ-তৎসম শব্দেও মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন—আউষ, ভাষা ইত্যাদি। কিন্তু ভাষাবিদদের মতে তদ্ভব শব্দে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহার না করাই উচিত।

ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম। যথা :

১। ঋ (ৃ) র (ণ) কার ও র-এর পর ষ হয়। যেমন : ঋষি, কৃষি, বৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষা ইত্যাদি।

২। ট, ঠ এই দুটো বর্ণের পূর্বের স সর্বদা ষ হয়। যেমন : কষ্ট, অষ্টম, অষ্টাদশ, নষ্ট, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

৩। অ, আ ভিন্ন স্বরধ্বনি এবং 'ক্' ও 'র্' এর পর মূর্ধন্য - 'ষ' হয়। যেমন : আবিষ্কার, চিকীর্ষা।

৪। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো শব্দ ও ধাতুতে ষ হয়। যেমন : প্রতিষেধক, অনুষদ ইত্যাদি।

৫। কতগুলো শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য-'ষ' হয়। যেমন : ভাষা, আষাঢ়, ষণ্ড ইত্যাদি।